আনন্দিত অন্ধকার

পুস্তক প্রকাশক
আগরপাড়া
২৪ পরগণা

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর, ১৯৫৮

প্রাপ্তিস্থান :
শৈব্যা পুস্তকালয়
৮/১ বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর : সাধনা প্রেস
৪৫।১ এফ বিডন স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

'বিপরীত পথ ধরে হেঁটে আসি আমরা বর্ষে বর্ষে
একই মিল খুঁজি গরমিলে সংঘর্ষে।
আমরা যেখানে মিলেছি সেখানে আকাশ নাতশীতোষ্ণ
দুজনের চোখে জাগ্রত একই প্রশ্ন !'

সূচীপত্র

আত্মনেপদী

আজ যদি অকস্মাৎ পথ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে
সে দিনকে ফিরে পাই যার দেহ গন্ধে ওঠে মেতে
সমস্ত সমুদ্র নদী মাটি বন আকাশ পাতাল
সেই দিন, যার দুটি চোখ ভরে লাল
সকাল দিয়েছে উঁকি, আজ এই দারুণ দুঃখের
দিনে যদি তাকে পাই যে-সময় সব হৃদয়ের
নদীতে জেগেছে চড়া, আকণ্ঠ তৃষ্ণার্ত বালিয়াড়ি
মনে হয় তবে বুঝি তাকে আমি
প্রাণ দিয়ে কিনে নিতে পারি।

ভালই লাগেনা আর এমনি ভাবে শুধু বেঁচে থাকা
শুধু শুধু পথে ঘোরা, ক্লান্ত ম্লান গো-গাড়ির চাকা
অনন্ত রাত্রিতে শুধু আর্তনাদ তোলা আর হাঁটা
রাজ্যের জঞ্জাল যত প্রাণপণে দুই হাতে ঘাঁটা
আর ভাল লাগেনা যে, যত ভাবি আমি সেই লোক
যে একদা তীক্ষ্ণ ছিল, অস্থির উদগ্র যার চোখ
নিয়ত দেখেছে স্বপ্ন কোন এক ক্ষিপ্ত সমুদ্রের
সে কি আজ এমনি ভাবে, এই ম্লান ক্লান্ত শহরের
পথে ঘুরে ক্ষয়ে যাবে? আর সে কি মিছিলে যাবে না?
হাজার গলায় গান তুলে দৃপ্ত সমুদ্রের ফেনা
আর সে মাখবে না মুখে? যত ভাবি তত দুঃখ হয়
সেদিনকে পাই যদি তবে এই রুক্ষ দুঃসময়
পার হয়ে চলে যেতে পারি।

নষ্ট চতুর্দশপদী

সে উঠে দাঁড়ায় যদি সমুদ্র তরঙ্গে মণি জ্বলে
বাতাস পাগল হয়, অন্ধকার রাত্রি কথা বলে,
আকাশ বিদীর্ণ করে অকস্মাৎ লক্ষ লক্ষ তারা
চতুর্দিকে মেলে চোখ, সমস্ত পৃথিবী দেয় সাড়া,
সে উঠে দাঁড়ায় যদি—দিন রাত্রি স্রোতে ভেসে চলে !

সে উঠে দাঁড়াবে কবে, কবে এই পথের পাথর
হবে স্নিগ্ধ শুভ্র ফুল, প্রতিদিন আশা যে অমর।
ক্লান্ত চোখ ঢুলে আসে, অবিশ্রাম সারা দিনমান
সন্ধ্যায় তবু যে শুনি আজো সেই একমাত্র গান
মাঝ রাত্রে চমকাই—জানালায় হাওয়ার মর্মর !

যদি সে জানালা খুলি, চোখে এক ছবি লেগে থাকে
যে মুখ প্রত্যহ দেখি সহস্র কাজের ফাঁকে ফাঁকে,
সে গভীর ক্লান্তিভরে দু-হাতে ঢেকেছে নিজ মুখ
অন্ধকার দুটি হাত কী যে ক্লান্ত, কী যে নিরুৎসুক !

সে উঠে দাঁড়ায় যদি—প্রেম তাই আজো রক্ত মাখে।

পটভূমি

একটি মেয়ের দেহে যৌবনের আবির্ভাব হল।

নিতান্ত সামান্য ঘর সংসারের তরী টলোমলো
দৈনন্দিন ঝড়ের আঘাতে। তাই কেউ দেখতেই পেল না
একটি মেয়ের দেহে জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণা
জন্ম থেকে আজ'তক ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঢেলে ঢেলে
একান্ত আগ্রহভরে দুখানি ব্যাকুল বাহু মেলে
সে মাটিতে উঠে দাঁড়িয়েছে যেখানে প্রত্যেকদিন তার
রঙিন শাড়ির তৃষ্ণা পেটের আগুনে বারবার
পুড়ে খাক হয়ে গেছে, তাই এই আশ্চর্য ঘটনা
কেউ যেন ভাল করে চোখ মেলে দেখেও দেখল না।

বাংলাদেশে বহু মেয়ে, অনেকেরই এসেছে যৌবন
হঠাৎ ঘরের পাশে পড়ে-থাকা শীর্ণ নদী কবে ও কখন
নিঃশব্দ শিশিরবিন্দু পান করে অকস্মাৎ রুক্ষ বালুকার
নিষেধ উপেক্ষা করে ছুটে গেছে, যে খবরে কার
কতটুকু প্রয়োজন—যৌবন এসেছে নিত্য, হয়তো আয়নায়
কখনো নিজের মুখ নিজেকে ডেকেছে ইশারায়
রুদ্ধ কান্না স্তব্ধ রাতে কখনো বা দীর্ঘ পাথরের
পথ বেয়ে ঝরে গেছে, এমন দৃষ্টান্ত আছে ঢের।

শৈশব স্মরণে নেই, কৈশোর অনেক দীর্ঘপথ
প্রশ্নহীন ক্লান্তিকর চলা, আর বাঁচার শপথ
প্রতিদিন ভেঙে যেতে দেখে শুধু উৎকট বিস্ময়ে চেয়ে থাকা
একান্ত অভ্যস্ত এই মেয়েটির, তাই ওর জীবনের চাকা
কখন যে মধ্যরাত্রে গড়িয়ে গড়িয়ে ঢিমে তালে
পৌঁছেচে হঠাৎ এই পাখি ডাকা আরেক সকালে

সে সংবাদ বহুদিন সে নিজেই জানত না, তাই
যেদিন হঠাৎ তার মনে হল এই রুক্ষ বন্ধ্যা মাটিটাই
অজস্র ফুলের ভারে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে তার
সব দুঃখ মুছে দেবে, সেইদিন থেকে বারবার
সহস্র কাজের ফাঁকে উচ্চকিত তার দুটি চোখ
দেখেছে প্রাচীন এই পৃথিবীর নতুন আলোক
গাছের চারার মতো।

এত বড় আশ্চর্য ঘটনা
ঘটে গেল, চারপাশে কেউ যেন দেখেও দেখল না।

বৈশাখী

আমার চার পাশে ক্ষুব্ধ হাহাকার বাজে
দগ্ধ দিন কাঁদে ক্লান্ত শিমুলের চূড়াতে
রাত্রি, এসো এসো, স্নিগ্ধ হাত দাও যার
স্পর্শ চাই আমি তীব্র এই জ্বালা জুড়াতে।

সন্ধ্যা উপবাসী দীর্ঘ বাহু মেলে সেই
ব্যর্থ বেদনার জ্বালা যে মোচড়ায় এখানে,
একটু আলো দাও, অন্ধ বুক ফাটে, দেখ
আহত গান তার পাখা যে আছড়ায় প্রাণে।

এই যে মাটি হাত আকাশে ছুঁড়ে দেয় যার
শীর্ণ আঙুলের আকুতি বার বার বাতাসে
কি যেন হাতড়ায়, পায় না সন্ধান, আর
পাতারা ঝরে যায় প্রতিটি শীতে তাই হতাশে।

এখানে বয়সের দীর্ঘ সিঁড়ি ভেঙে আজ
আসে না যৌবন মনের নদীটির পাড়ে
ফুলেরা কাঁদে তাই ধুলোতে মুখ ঢেকে, বুড়ো
মাঘের করতালি পথের চলমান হাড়ে।

জীবন এই নাকি ? তাহলে ছাই গাদা খুঁজি
মাটিকে আঁচড়াই ক্ষুধিত নখে রোজ সকালে,
এ মুখে কালি লাগে পথের আয়নায় দেখে
তীব্র যাতনায় সে মুখ ঘষি রূঢ় দেয়ালে।

বাতাস, একবার বওনা, বও বও—মুখে
বুকের আগুনের হল্কা এসে লাগে, পিপাসা
আকাশ ছিঁড়ে ফেলে মেঘের নীল চাই, আর
শুকনো ঠোঁট ঘিরে ব্যর্থ ছায়া ফেলে কুয়াশা।

চূর্ণ পদাবলী

১. আকাশ ভরে কত তারা আমার পাশে কেউ নেই
যাদের কথা ভাবি তারা এখন কাছে কেউ নেই।

২. ভেবেছি অনেকদিন যদি এই জীবনের মানে
শুধু বেঁচে থাকা হয়, সন্ধ্যায় সকালে
যদি শুধু প্রাণপণ অন্নের সংস্থানে
সূর্য তার অফুরন্ত কিরণকে ঢালে
তাহলে কি হবে আর, চলো যাই ফের জন্ম নিই
অন্তত এ গ্লানি থেকে নিজেই নিজেকে মুক্তি দিই

৩. গভীর নীলাকাশ ভাবায় শুধু সেই কথা
যা আমি এতদিন বলিনি কাউকেই, সেই
পুরনো যন্ত্রণা ভরায় নীলাকাশ, আর
তোমাকে ভাবি, তুমি এবার এসো কথা কই।

৪. আয়নায় মুখ দেখতে ভয় পাই
হয়ত এক পশুর বিকৃত মুখ দেখব
দু'চোখের অন্ধকার হয়ত
তোমাকে এই সন্ধ্যার প্রমত্ততায়
আহত করবে,
হয়ত তুমি ভয় পাবে।

আমি তোমাকে মুখ দেখাতে ভয় পাই।

সারাদিন বৃষ্টি ঝরে

সারাদিন বৃষ্টি ঝরে, আর সে লোকটা সারাদিন
বসে আছে ; দুই চোখ আকাশে উধাও
নিস্পৃহ দু'হাত পাশে, এক মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি
অবাধ্য চুলের গোছা, সারাদিন বসে আছে দূর
দিগন্তে তাকিয়ে ; সামনে তার রেলের লাইন
পিচ্ছিল সাপের মতো এঁকে বেঁকে জমিয়েছে পাড়ি
কোন দেশে জানেনা সে। বিকেল পাঁচটা বাজে
ছটাও বাজবে হয়ত ; বৃষ্টি ঝরে, একঘেয়ে সুর
সে শুনছে কান পেতে, সে লোকটা—দীর্ঘ সারাদিন।

বছর ঘুরেছে ; আরো কতদিন যাবে তা কে জানে,
দীর্ঘ দিন বসে আছে, আন্দোলিত পেশীর আগুন
পুড়ে পুড়ে ছাই আজ, দগ্ধ দীর্ণ রুক্ষ বনস্পতি
রেলের স্টেশনে বসে, সাড় নেই ; জানে
বাল-বাচ্চা ধাওড়ায় কাঁদে, গেটের মিটিং-এ আসে
বোমা ফাটলে তালি দেয়, হা হা হাসে
ছুরি চললে দৌড়ে পালায়, দরজা বন্ধ করে,
আবার ক্ষিধেয় কাঁদে, ক্ষুধা বন্ধ দরজা মানে না।
করার কিছুই নেই, শুধু ক্রোধ বন্য বর্বরের মতো
ক্ষোভ, মত্ত জোয়ারের মতো মাঝে মাঝে নড়ে ওঠে,
মাঝে মাঝে ফেটে পড়তে চায়, মুক্তি পেতে চায়....

অথচ একটা লোক, বন্ধ কারখানার শ্রমিক,
বাংলাদেশে ভেজে বসে শ্রাবণের বৃষ্টির ধারায়।

নাটকের একই দৃশ্য

নাটকের একই দৃশ্য ফিরে ফিরে অভিনীত হয়
অভিনেতা ভিন্ন শুধু, সংলাপে কি অসম্ভব মিল
প্রেক্ষাগৃহে দর্শকেরা আজো তবু তেমনি তন্ময়
সমস্ত আসর জুড়ে নাচে মুগ্ধ কথার মিছিল।

গৌণ অভিনেতা যারা জনতার দৃশ্যে মাঝে মাঝে
মৃত্যুকে বরণ করে ক্ষুধায় কি কঠিন প্রহারে
তাদেরও চেহারা এক, রঙ্গমঞ্চে তারা একই সাজে
প্রবেশ ও প্রস্থানে বাঁধা নাটকের দায় শুধু সারে।

অথচ প্রত্যেক দিন নতুন টিকিট কিনে তবে
অদম্য প্রত্যাশা নিয়ে ব'সে শুনি পচা কথকতা
অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে দীর্ঘশ্বাস ফেরে অনুভবে
নতুন নাটক কই ?   স্বাধীনতা····হায় স্বাধীনতা !

কলকাতা

সকলেই বুড়ো হল, শুধু
বয়স বাড়লো না কলকাতার।

আটচল্লিশ বা পঞ্চাশ সালে
যে সব ছোকরা
কফি হাউস বা ভার্সিটি লনে
টেবিল চাপড়ে কথা বলত
আজ তাদের দাড়ি পেকেছে,

আজ তারা সকালে সন্ধ্যায়
শেয়ালদ' কিংবা শ্যামবাজারে
সজনে ডাঁটা কেনে।

বয়স সবারই বাড়ল, শুধু
কলকাতাই আজো
বুড়ো হলো না।

যে ট্রাম একদা ঝকঝকে ছিল
তার শব্দে
আজ কানে তালা লাগে।
সেদিনের উজ্জ্বল নীল স্টেটবাসগুলি
রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে
আজ ধূসর, ম্লান।

সকলেই বুড়ো হল
অথচ
কলকাতা আজো তেমনি

বেপরোয়া বেহিসেবী।
আজো তেমনি
বিকেল বেলায় চুল উড়িয়ে
মিছিলে যায়।
নীল লাল আলোয়
সাঁতার কাটে
গোলদীঘির উজ্জ্বল জলে,
ময়দানে বা গঙ্গার ধারে
প্রেম করে, কিংবা
মরা ছেলে কোলে নিয়ে
আজো রাস্তা জুড়ে কাঁদতে বসে
সূর্যাস্তের রক্তরাঙা আলোয়।

বয়স সবারই বাড়ল, অথচ
কলকাতা
আজো যুবতী।

লেনিন

অন্ধকার ভেদ করে উদ্যত যে আলোর সঙ্গীন
নাম তার কমরেড লেনিন।
মাঠে চাষা হাল ঠেলে, শ্রমিকের পেশী স্পন্দমান
আকাশে উৎক্ষিপ্ত মুঠি বুনে দেয় হাওয়াতে স্লোগান
শহরের রাজপথে বিস্ফোরিত রক্তে রাঙা দিন,
সব কিছু যাকে ঘিরে নাম তার কমরেড লেনিন।

লেনিনের মৃত্যু নেই, এ বাঁচার প্রতিটি সংগ্রামে
লেনিন যুদ্ধের মাঠে নামে।
সর্বত্র বিক্ষোভ খনি খামারে ও বন্ধ কারখানায়
মানুষের মনে মনে অগোচরে বিপ্লব ঘনায়
তারই কালো মেঘে দীপ্ত বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ তরবারি
আচমকা সকাল সন্ধ্যা বারুদের গন্ধে হয় ভারি
জীবনের সব কিছু যে সময় তুচ্ছ মূল্যহীন,
পাশে থাকে কমরেড লেনিন।

লেনিন (২)

সবচেয়ে আশ্চর্য তিনি আমাদেরই মাপে গড়া লোক
আমাদেরই মতো সব, বেদনা আনন্দ ক্ষোভ শোক
আমাদেরই মতো তিনি জন্ম আর মৃত্যুর অধীন
আমাদের কমরেড লেনিন !

তবু ঠিক আমাদের মতো তিনি নয়
সমস্ত ক্ষুদ্রতা ভেদ করে ওঠা সে মহাবিস্ময়
প্রান্তরের মাঝখানে তিনি দৃপ্ত দীর্ঘ বনস্পতি
উত্তাল সমুদ্র ঝড়ে যে খুঁজেছে আপন সঙ্গতি
মৃত্যুতেও তিনি মৃত্যুহীন,

অথচ বুকের কত কাছে তিনি, কমরেড লেনিন।

ভয়ের রাজত্ব

সকাল হয়েছে, ভয় করে
রাত্রি নেমেছে, ভয় করে
তারায় তারায় মগ্ন আকাশ
ভয় করে।

লোকে এলে গেলে ভয় করে
কেউ না এলেও ভয় করে
বুক ভরে টেনে নিতে নিঃশ্বাস
ভয় করে।

রাত্রির ঘুমে ভয় করে
জেগে থাকলেও ভয় করে
প্রতিদিনকার কাজে ডুবে থেকে
ভয় করে।

ফুল ফুটলেও ভয় করে
পাখি গাইলেও ভয় করে
দুচোখে তোমার ভয় নেই দেখে
ভয় করে।

এখানে কেবল ভয় করে
এখানে কেবল ভয় করে
এখানে কেবল ভয় করে।

বিক্ষুব্ধ দিনের কবিতা

উত্তেজিত মার্চের দুপুর

মাঝে মাঝে স্মৃতিতে বিভ্রম
সেই ঝরা পাতা ওড়া, ধুলো ওড়া
রক্ত পলাশের ডালে উদ্দাম আগুন ঝরা দিন।

সেই কবেকার দিন,
বাংলা দেশ, কপালে রক্তের ফোঁটা
কোলে মরা ছেলে।

সেই তীক্ষ্ণ গুলির আওয়াজ
আবার রক্তের দাগে সেতু বেঁধে দিল
এপারে ওপারে।

বি টি রোডের শহীদ

দুপুরে কাজের শেষে ঘরে ফিরছিল লোকটি
আর তার কাজে ফেরা হল না।

যে লোক টিফিনে ঘরে এসেছিল,
আর যে এই পথে শুয়ে আছে
তারা এক নয়।

চৈত্রের এলোমেলো হাওয়ায় ওড়া ধুলো
ওর চুলের অরণ্যে পথ হারিয়েছে,
ওর মুখের নির্বোধ তৃপ্তি
সূর্যের উদার আলোয় উদ্ভাসিত।
ভীষণ খিদে পেয়েছিল ওর
এখন নিশ্চিন্ত আরামে ও শুয়ে আছে।

এখন চিৎকার করো না।

তোমাদের সমবেত কান্নায়
ও যদি হঠাৎ উঠে বসে
যদি আবার চোখ মেলে
হয়ত তাহলে
ওর সঙ্গে গোটা বাংলা দেশই চিৎকার করে উঠবে
খেতে দাও, খেতে দাও, খেতে দাও।

ওর স্থির দুটি চোখের দিকে তাকাতে
তখন গ্রীষ্মের সূর্যও ভীত হবে।

শীত

কোলে ওর কচি ছেলে, কপালে অনেক বড় করে
সিঁদুরের টিপ আঁকা, বাঁকা ভুরু ঠিক তেমনিই
যেমন দেখেছি আগে, এখন কেবল তার স্বরে
অন্য এক সুর যা শুনিনি আগে, বললাম, 'মণি,
বলো তো আবার দেখা হলো আজ কতদিন পরে।'

ও কিছু বলল না শুধু অবাক দু'চোখ মেলে যেন
আমাকে দেখল ওর আমি সেই-আমি আছি কি না,
সেই বাঁধ ভাঙা বন্যা, যে একদা কোন কি ও কেন
মানে নি, ভাবলে যাকে সঙ্কোচের অবধি ছিল না।
একি সেই দৃপ্ত যুবা, যে একদা মণিমালা নামে মেয়েটির
শঙ্কিত দিগন্তে উঠে বাজিয়েছে সাহসের বীনা
তরঙ্গে তরঙ্গ হেনে প্রতিদিনই লজ্জার আবির
মাখিয়ে দিয়েছে তাকে, মুছে মুছে সব কিন্তু যদি....

এ কোন অপরিচিত, ক্লান্ত ম্লান অগ্রাণের নদী !

সবচেয়ে আশ্চর্য

সবচেয়ে আশ্চর্য এই জীবনকে বেশি ভালবাসা
এ প্রেম একান্ত অন্ধ এ জানেনা মৃত্যুদূত তার
প্রতিটি পায়ের দাগে পা ফেলে চলেছে, তার আশা
তখনো মরে না যেন, যখন সে ক্ষুব্ধ হাহাকার
ছড়ায় আকাশে কাঁধে তুলে নিয়ে তারই শবাধার
যার জন্যে উদয়াস্ত এত কাঁদা এত তার হাসা
এত চেষ্টা প্রাণপণ, খড় খুঁটে সাজানো সংসার।

তৃষ্ণা যে মেটেনা শুধু রুদ্ধ ক্ষোভ বুকের পাঁজরে
জ্বলে দিনরাত্রি যার জ্বালায় এ অস্থির সাগর
তীরের বালুকে ভাঙে, মাথা খোঁড়ে গাঢ় অন্ধকারে,
ফেনায় হাজার মণি দোলায়, এ ক্ষিপ্ত অজগর
ক্রমশ সমস্ত টানে। তবুও যে আকাঙ্ক্ষা দুর্মর
সে চায় এ-স্মৃতি ভুলতে, আলো জ্বেলে দেখতে বারে বারে
সেই সর্বনাশা মুখ, সেই দুটি চোখ ভয়ংকর।

সম্রাজ্ঞী

সে যখন চেয়ে দেখে কোনদিকে একটুকু আশা
তার জন্য জমা নেই, বুঝে দেখে পায়ের তলার
মাটি ধ্বসে যাচ্ছে ক্রমে, শেষাশ্রয় তার ভালবাসা
সেদিন যখন তাও মধ্যরাত্রে তারই গলার
হারটা ছিনিয়ে নিয়ে হঠাৎ উধাও হয়ে যায়,
তখনো সে সহ্য করে, ভাবে এই জরাজীর্ণ বাসা
আবারো সে গড়ে নেবে নিষ্ঠায়, প্রেমে ও মমতায়।

খরস্রোত সময়কে আজো সে দু'হাতে তাই কাটে,
প্রতিদিন ঘর মোছে, ঝাঁট দেয়, পুরানো গানের দু'টি কলি
পেটের চিন্তার ফাঁকে আজো তার স্মৃতি বেয়ে হাঁটে
বাঁচার দুরন্ত ইচ্ছা দেয়না সে একেবারে বলি
এই রুক্ষ পৃথিবীতে—যত হারে তত যেন আরো
দু'হাতে জড়িয়ে ধরে সব কিছু। তীব্র অনুরাগী
চুল বাঁধে প্রত্যহই, বিস্মিত এ নিস্পৃহ সংসারও
যখন সে চেয়ে দেখে তার দৃপ্ত রাতের রাজগি।

ফিরে এস

সাম্প্রতিক চিঠি থেকে তোমাকে সম্পূর্ণ চিনে নিই :
শহরে গুমোট বড় সেখানে জীবন মরে যায়,
দীর্ঘ ঝাউ হাত নাড়ে, আকাশের দু'চোখে কৌতুক
নতুন মেয়ের মতো, যত তাকে কাছে ডাক দিই
সে কাছে আসেনা, রক্ত বারবার মাথা আছড়ায়
আর তার ঘোলা বুকে বার বার দোলে সেই মুখ
যে আনে শ্রাবণ ঘন রাত্রিকে এ শীতের সন্ধ্যায়।

এ হেন অবস্থা যদি তবেতো গ্রামেও সুখ নেই
নদী যদি শান্তি চায় বাড়ব আগুন বুকে জ্বেলে
তাহলে কি বলি তাকে ? বলব কি এ জীবনই এই
অগ্নির তপস্যা করা, অতএব ফিরে এস ছেলে।
কি লাভ স্তব্ধতা খুঁজে বুক যদি নাচে তুফানেই,
পারবে কি চলে যেতে হাড়ের খাঁচাকে ভেঙে ফেলে।

অতএব ফিরে এস কোলাহল কীর্ণ শহরেই।

আনন্দিত অন্ধকার

আনন্দ আমাকে দাও পথের ধুলোয় ফের বসি,
মুঠো মুঠো ধুলো তুলি, উড়াই আকাশে আমি ফের,
হাসি সেই স্নিগ্ধ হাসি, উন্মুক্ত সবুজ যাতে হাসে
আমাকে আনন্দ দাও, ফের সেই বুকে মুখ ঘসি
যেখানে আশ্রয় নিলে আবার শৈশব ফিরে আসে,
রাত্রি আসে ঘনঘোর বহুশ্রুত রোমাঞ্চ গল্পের।

এবার নামাও শয্যা, সম্মুখে বর্ষার ভরা নদী,
পেছনে নিবিড় মেঘ বৃক্ষে বৃক্ষে তারই উত্তেজনা,
শৈশব কৈশোর আর যৌবনের উপান্ত অবধি
রক্তের কৌটায় জমা সমস্ত ভ্রান্তির ধূলিকণা।
সন্দীপ, কমলাপুর, বুধাখালি ইতস্তত শুধু যদি, যদি····
প্রাচীন এ রঙ্গমঞ্চে নিত্য নব নাটক ভাবনা।
নামাও এখানে শয্যা, চিতা থেকে উঠে একেবারে
মায়ের জঠরে যাই—আনন্দিত সেই অন্ধকারে।

মৃত্যু

মৃত্যু সে মৃত্যুই তার অন্য কোনো নাম জানা নেই
যতই মধুর করো তার থাবা কোনো একদিন
হয়ত সন্ধ্যায় নয় প্রভাতে বা তপ্ত মধ্যাহ্নেই
আমাকে আহত করবে, আমি তার প্রতিবাদে ক্ষীণ
আপত্তি জানাব, তবু আড্ডা ভেঙ্গে সেই মুহূর্তেই
উঠে যাব, যে গল্প হল না আর হবে না তা ফের কোনদিন।

একথা যখনি ভাবি তখনি অসহ্য মনে হয়
মনে হয় দম বন্ধ, মড়াপোড়া গন্ধে এ পৃথিবী
যার বুকে ফুল ফোটে, পাখি ডাকে, ঘোমটার আড়ালে
দুখানি চোখের কালো, মনে হয় যেন তার সবই
অর্থহীন, বাঁচা শুধু মরার জন্যই। এই যে সকালে
নির্জীব অক্ষর কটা, আর একটা মানুষের ছবি
যে কালও বেঁচে ছিল, আজ নেই।
যত তার ডাক নাম ধরে
সে আর আসবে না, কথা বলবে না।
ভয় করে, বড়ো ভয় করে।

যন্ত্রের অভ্যস্ত হাত জানে নাট বোল্টের রহস্য,
মাটিতে ছোঁয়ালে হাত চাষী বোঝে রসবতী কিনা,
জলের গোপন খেলা মাঝি জানে, মিস্ত্রী জানে
কি করে ইটের পরে ইট গেঁথে ইমারত ওঠে।

কিন্তু যে শব্দকে খোঁজে, শব্দের অরণ্যে প্রতিদিন
দাগ টানা কাজ যার, সে কি তৃপ্ত, সে কি সুখী
চাষীর মতন শস্যভরা মাঠ দেখে, ঝড়ের নদীতে
শক্ত হাতে দাঁড় টেনে, কিম্বা গড়ে সুন্দর প্রাসাদ?
না কি তার যন্ত্রণার সেই শুরু, যে যন্ত্রণায় তার
দিন রাত্রি জ্বলে যাবে, যা বলা যাবে না, যার
দুঃখে সমব্যথী নেই, যে দুঃখের রূপও নেই, শুধু
নিজের উপর ক্রোধে ক্ষিপ্ত হওয়া, নিজেকে দু'নখে ছেঁড়া,
আর খোঁজা, অন্তহীন খোঁজা সে শব্দকে, যাকে পেলে
সে মুহূর্তে অনায়াসে আগুনেও ঝাঁপ দিতে পারে।

কুয়োওলা

কুয়োওলা মাটি কাটে, অস্ফুট জলের ঘ্রাণ তাকে
টানে অন্ধ পাতালের দিকে, কোদালের অব্যর্থ আঘাত
তুলে আনে শক্ত মাটি, বালি ও কাঁকর, থাকে থাকে
সাজানো আঁধারে নামে, এই আশা যদি অকস্মাৎ
মাটির গভীর বুক ভেদ ক'রে একবারো এসে লাগে নাকে
সে প্রাণদায়িনী গন্ধ যার জন্য এত শ্রম, এই প্রাণপাত !

অথচ নিষ্ঠুর মাটি তার কোন গভীর অতলে
বালি আর পাথরের কৌটোয় লুকিয়ে রেখে তার
প্রাণের আনন্দ, ডাকে, আয় ভালোবাসাকে সবলে
তুলে নে মৃত্যুর মুখে ছুঁড়ে দিয়ে প্রবল ফুৎকার।
কুয়োওলা মাটি কাটে, জানে এই প্রতিদ্বন্দ্বে তাকে
অবিরাম লড়তে হবে, অবিশ্রাম পেশীর সবল
আঘাতে কাটতে হবে বালি ও পাথর, যার ফাঁকে
লুকিয়ে রয়েছে তার ভোগবতী....জল, স্নিগ্ধ পিপাসার জল।

অনেকই তো কথা ছিল

অনেকই তো কথা ছিল রক্ত গাবে সমুদ্রের গান
শিরায় সেতার বাজবে, হৃদপিণ্ডে উদ্দাম সঙ্গত
আর তুই মেলে ধরবি অপরূপ স্নিগ্ধ নীলাকাশ—
কথা তো অনেকই ছিল দিবি তুই যাহা চায় প্রাণ
বৃক্ষে বৃক্ষে ফলভার, শস্যভারে মাঠ অবনত
এবং সমস্ত সত্তা জুড়ে মাতৃস্তন্যের সুবাস।

অথচ কি দিলি তুই এত কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়ে?
হা রে নারী! তোর অন্য নাম কি ছলনা?
সমস্ত শরীর ভরা রমণীয় উর্বরতা নিয়ে
এ কোন কুহক তুই করে গেলি আপনি রচনা!
দেব তোকে সব কিছু, সাজাব যে রাগে অনুরাগে
তারই জন্য খরস্রোতে মৃতদেহ করেছি আশ্রয়
তার প্রতিদান এই! এতও কি মতিচ্ছন্ন হয়!

তোকে ছুঁতে ঘেন্না করে, ছেড়ে যেতে তবু দুঃখ লাগে।

যাকে ভুলে যেতে হয়

তোমাকে ভুলব না সখি এ প্রতিজ্ঞা নিই যতবার
যতবার মুখ তুলি ছল ছল চোখে রাখি চোখ
ব্যাকুল দু'খানি হাত যতবার হাতে নিই আর
ততবারই অন্ধকার মুছে দেয় সমস্ত আলোক,
ভুলে যাই সেই কথা যা করে হৃদয় তোলপাড় !

বড়ো ছোট এ-জীবন, জানিনা এখনো কতদিন
বাঁচব আমি। কতদিন, কতদিন এই দীর্ঘপথ
ভাঙ্গব, আর বার বার আশ্বিনে বোশেখে ক্লান্তিহীন
উচ্চারণ করে যাব শুধু এই একই শপথ !
এও কি সম্ভব ! নাকি প্রেম বলে কিছু নেই, যার
আগুন নিয়ত জ্বলে দিনে-রাতে প্রতিটি প্রহরে
অস্তিত্বকে দগ্ধ করে, রাখে মাত্র একটি ইচ্ছার
আকুতিকে ! রে জীবন, কেন প্রতি বিদায়ের আগে
যাকে ভুলে যেতে হয় তার ম্লান মুখ চোখে জাগে

প্রত্যহ দুয়ার ঠেলি

প্রত্যহ দরজা ঠেলি ভাঙেনা এ লোহার কবাট
সর্বাঙ্গে রক্তের দাগ নির্মম বিদ্রূপ শুধু হানে,
দুর্ধর্ষ যৌবন যার দিগ্বিজয়ী তীক্ষ্ণ তরবারি
এনেছে আদেশপত্র জিনে নিতে এই রাজ্যপাট,
সেও ম্লান অধোমুখ, দুই চোখ জলে ভারি ভারি ঃ
দুয়ার যদি না খোলে তবে কেন সুর দাও প্রাণে !

এ যে কি নিষ্ঠুর যুদ্ধ প্রতিদিন ! যাকে ভালবাসি,
বেঁচে থাকি যার জন্য প্রতিদিন তারই শরীরে
হানি ক্ষিপ্র তীক্ষ্ণ অস্ত্র, আবার নিজেই আমি ভাসি
নিঃশব্দ কান্নায়, সেই আঘাত যে আমাকেই ফিরে
বিদ্ধ করে প্রতিবার। অথচ কেন যে ফিরে আসি
বহু দ্বিধা, বহু গ্লানি, বহু তীব্র যন্ত্রণার পরে
নিরুদ্ধ দুয়ারে তারই, তুলে ধরি সেই একই মুখ
যাকে সে যন্ত্রণা হানে, তবুও যে আজও উৎসুক !

যে মেয়ে প্রতি সন্ধ্যাবেলা

যে-মেয়ে প্রতি সন্ধ্যাবেলা অলস হাতে দীর্ঘচুল বাঁধে
সে দেখে নামে সূর্যপাটে, অস্তাকাশে তখনো জ্বলে আলো,
এ-ছবি রোজ যদিও দেখা তবু যে তার এখনো লাগে ভালো
যেমন ভালবাসে সে রোজ কবরী বাঁধা নতুন কোনো ছাঁদে।

ছায়ায় ম্লান পুবের দিক, পুকুর জলে অন্ধকার নামে
তবু এ ঘাটে যে নামে ধীর শান্ত পায়ে মুখের রেখা তার
পড়ে না চোখে, আকাশে হ্যুতি বিষাদ ম্লান বিধবা তারকার
রাতের কালো অন্ধকার হঠাৎ যেন তাকেই দেখে থামে।

অনেক রাতে উঠেছে চাঁদ, যে মেয়ে দিল জানালাখানি খুলে
ক্লান্ত আলো পড়েছে মুখে অথচ তারই ক্লান্তি নেই যেন,
একটা দেশ নিশুতি চাপা, এমন ঘোর মৃত্যুপুরী কেন
এমন ভালো লাগে, সে ভাবে স্তব্ধ হয়ে সকল কিছু ভুলে।

'৫০

ভালোবাসা

তোকে খুন ক'রে এসেছি মধ্যরাতে
তুই হাত ত্থাখ এখনো রক্তমাখা,
ভালোবাসা, আহা ভালোবাসা, শুধু বল
কে তোকে পরাত এত লাল আঙরাখা।

ভালোবাসি কাকে সেই তো বিরাট প্রশ্ন
সে কি এই দেহ, ওই তুটি টানা চোখ,
নাকি সব মিলে আরেকটা কোনো কিছু
যাকে খুঁজেছিল লোলুপ ছুরির রোখ।

অথচ সামনে শুয়ে আছে নারী দেহ
চোখ তুটি বোজা, তু'পাশে এলানো হাত
ঠোঁটের কোণায় একটা আলগা হাসি
ছড়ানো চুলের গভীরে স্তব্ধ রাত।

একি সেই মেয়ে, সেই নারী দেহ শোয়া
নিহত অথচ তৃপ্তির রেখা মাখা,
ভালোবাসা, সে কি এমনি মাঠের মতো
লাঙলের ফালে বুক পেতে পড়ে থাকা!

প্রজাপতি

সে আছে একথা নিশ্চিত মনে জানি
প্রতিদিনই তাই বিষণ্ণ রাজধানী
রূপে আর রঙে ফিরে ফিরে রাঙা হয়,
সন্ধ্যায় আলো চমকিয়ে ওঠে পথে
বেসামাল হাওয়া জানলায় কোন মতে
সমুদ্র থেকে ছুটে এসে কথা কয়।

সে আছে কোথাও এই স্থির বিশ্বাসে
আজও যে বহু লঘু প্রজাপতি আসে
জঞ্জাল থেকে মুখ তুলে তার পাখা
দেখি আর ভাবি কতদিন গেল চলে
তাকে না দেখে ও একটি কথা না বলে,

অথচ ভুবন কতই না রঙে মাখা!

আহা ! বেইরুট

আশা আছে ফের ফিরে পাব সেই ঘর
তুমি মুখ তুলে দাঁড়াবে দরজা ধরে
হাঁটি হাঁটি পা পা দু'হাত বাড়ানো খোকা
তাকাবে কপালে চাঁদের টিপটি পরে

যদিও আকাশে বোমারুরা পাক খায়।

এগিয়ে এসেছ ধরেছ আমার হাত
ঝাঁপিয়ে পড়েছে খোকন আমার বুকে,
আহা কি শান্তি ! সামনে অগাধ রাত
কত প্রত্যাশা এঁকেছে তোমার মুখে

তবু বেইরুট কাঁপে যে বোমার ঘায়।

অথচ তোমার দু'চোখে তখনো আলো
কি যে মোহ ওই হাওয়া-কাঁপা এলোচুলে,
ধ্বংসের স্তূপে পা রেখে দাঁড়িয়ে থাকো
আমি চেয়ে থাকি মৃত্যুর ভয় ভুলে।

বৃথা পথে পথে ট্যাঙ্কগুলো কাতরায়।

চারপাশে আজ মৃত্যু আগুন ধোঁয়া
ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ছে যে চারধারে
তোমার দুচোখে আমার দু'চোখ স্থির
এ ছবি আর কি কেউ কেড়ে নিতে পারে ?

স্বপ্ন কখনো বোমা ফেলে ভাঙা যায় ?

ত্রিশতম বার্ষিকী

ত্রিশ বছর আগে আমার বয়স ছিল কুড়ি,
বেপরোয়া সে বয়সে চুল চিরুনির শাসন মানে নি,
নিষ্প্রদীপ কলকাতার রাস্তায় দাঁড়ানো সে যুবককে
এখনো মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখি, কথা বলতে চাই....

তখন যুদ্ধ চলছিল, উদ্দাম মিলিটারী ট্রাকের তলায়
গাঁ থেকে খেতে-না-পাওয়া মানুষ ছুটে এসে চাপা পড়ত,
কখনো কখনো মাঝরাতে সাইরেন ককিয়ে উঠলে
সারা পৃথিবী জোড়া আতংক অন্ধকারে গলা টিপে ধরত।

পায়ে পায়ে ঠেকা মৃতদেহ কুড়োতে কুড়োতে, আর
সারা শহরের বাতির কালি মুছতে মুছতে ত্রিশ বছর কাটল,
আমার সামনে আজ আমার হারানো যৌবন, আমার সন্তান,
যে বেপরোয়া, অথচ আমার সব যন্ত্রণাকে যে আনন্দ করে তুলেছে।

ও যখন দাঁড়িয়ে থাকে, ওর অবাধ্য চুলগুলি যখন বাতাসে ওড়ে
তখন যযাতির মতো একটা দুর্দম আবেগ ফেনিয়ে উঠতে চায়,
আমার যৌবনে একদা যে গান তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের মতো শোনাত,
আজ তা শুনলে, ভালোবাসার অদম্য কান্নায় গলা বুজে আসে।

ভিয়েতনাম

আমার নিজেরই মধ্যে অহরহ এক ভিয়েতনাম।

প্রত্যহ বোমার ঘায়ে ভেঙে পড়ে সাজানো প্রাসাদ
শস্যপূর্ণ ক্ষেতগুলি পিষে যায় বলদর্পী পায়
ট্যাংকের চাকায় ছেঁড়ে পাখি ডাকা ছায়াস্নিগ্ধ গ্রাম
সাজানো শান্তির ঘর ভাঙে নিত্য কুচক্রী নিষাদ।

ধূলোয় ছড়িয়ে থাকে জীবনের যত প্রিয় নাম
নাপামে দাউ দাউ জ্বলে সব সাধ, সমস্ত আহ্লাদ।

এ যুদ্ধ থামাতে কোন জাতিসংঘে প্রস্তাব ওঠাব
তুমিই কি রাজি হবে বসতে এসে শান্তির টেবিলে,
মাই লাই ঘটে গেছে, এ রিপোর্ট কোথায় পাঠাব ?
কে দেবে স্বাক্ষর এই শর্তহীন শূন্যের দলিলে ?

আমার নিজেরই মধ্যে অহরহ এক ভিয়েতনাম
যুদ্ধের আগুন দিয়ে কালো করে আমারই নিখিলে।

আমি এই যুদ্ধ চাই না, চাই না এই মৃত্যুর উৎসব
আমি চাই শান্তি, চাই নিরপেক্ষ কোন মধ্যস্থতা,
অলিতে গলিতে মৃত্যু, ধান মাঠে পচাগলা শব
আমার শয়ন কক্ষে বুক চেপে ধরে নির্জনতা !

প্রতিটি চিন্তার ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে বোমারু বিমান
আর নয়, আর নয়—গান চাই, গান।

নজরুল ইসলাম

লোকটা মরেই ছিল, বেঁচেছিল
শুধু একটা নাম ও শরীর
এবং দু-খানি চোখ
আয়ত গভীর
যে চোখ কখনো ক্রুদ্ধ,
কখনো উদাস, বীতশোক
এবং অস্থির,
সব মিলে মৃত্যুময় একটা শরীর
নড়ত চড়ত, চলত ফিরত,
মৃত্যুর সে সমুদ্রের বুকে
জেগে থাকত অগ্নিময় নাম,
নজরুল ইসলাম।

মৃত্যুও মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে
এটাই বোধহয়
শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ প্রহসন,
এ বিস্ময়
দেখতে পেলে সভাস্থলে উচ্চ কণ্ঠস্বরে
হেসে উঠতে পারত যে জন
তারও নাম
নজরুল ইসলাম।

পনেরো আগষ্ট

বয়স বেশি না, হবে বড় জোর তিরিশ বত্রিশ
ভরা যৌবনই বলা চলে, ভর সন্ধ্যাবেলা
রাস্তার ওপাশে ছিল—অশ্লীল ছু'একটা আলগা শিস
তখনি বেজেছে, জানি এই অন্ধকার খেলা
বহু হয়, হয়ত কিছু উনিশ বা বিশ।

দরজা দিয়ে ঘরে যাই, রাত্রির ছু'বাহু
আমাকে জাপটে ধরে কখন শুয়েছে বিছানায়,
কখন ঘুমিয়ে গেছি। মধ্যরাতে কে দরজা ঝাঁকায়
কে চীৎকার করে ওঠে, অন্ধকারে হাওয়া হুহু হুহু
ছুটে যায়, বৃষ্টি পড়ে, আর কে কাৎরায়
পথের ওপরে, মত্ত কণ্ঠ হাসে হাহা হাহা।
ঘুম ভেঙে ভয় করে, মনে পড়ে, আহা
মেয়েটা তো পথে ছিল সেই ঘোর করাল সন্ধ্যায়!

সকালে দরজা খুলে অবাক : আকাশ ঘননীল,
দামাল শিশুর মতো বাতাস ঝাঁপায় ওর বুকে,
কাপড় সরায়, খোলে অমৃতের ভাণ্ডারের খিল
কাঁপা কাঁপা হাতে, নারী শুয়ে থাকে
প্রত্যাশার তৃপ্তি রেখা মুখে,
আর একটা সোঁদা গন্ধে আমোদিত এ বিশ্ব নিখিল।

একেকটা ছবি

একেকটা ছবি যেন এমন যা ভোলা যায় না,
ছু-একটা মুখের আদল মৃত্যুও ভাঙতে পারে নি,
কামানের শব্দকে ডুবিয়ে দেয় এমন কণ্ঠস্বর
বিশ্বাসঘাতকের অট্টহাসিকেও ছাপিয়ে ওঠে।

অথচ রক্তমাংসের শরীরটা এত ভঙ্গুর
একটা ছোট শিশের টুকরোর আঘাত সয় না,
এক তাল মাংসকে মাটির তলায় পুঁতে
জহ্লাদ বারে বারেই ভাবে : যাক বাঁচা গেল।

অথচ তখনো পাখি ডাকে, আকাশ নীল,
শিশু জন্ম নেয়, দিনের পরে রাত, রাতের পরে দিন আসে।
মনে হয়, কই যা হবার কথা তাতো হল না!
একটা আশ্চর্য নিশ্চিন্ততা, একটা প্রশান্তি নামতে থাকে।

আর ঠিক তখনই, যখন সেই ভয়ঙ্কর প্রশান্তি নামে,
খুনীদের চিৎকার আর অস্ত্রের আস্ফালনে সব চুপ,
এমনকি পাখিরাও গান গাওয়ার আগে এ ওর চোখে তাকায়,
ঠিক তখনই হঠাৎ মাটি কেঁপে ওঠে,
গম গম করে ওঠে সেই আশ্চর্য গলা :
আমি মুজিব বলছি........

শৈশবের দিকে

সেদিন সন্ধ্যায় আমি শৈশবের দিকে যাত্রা করেছিলাম।

আকাশে মেঘ, বাতাসে আসন্ন বর্ষার মাতন, দূরে বিদ্যুৎ
সমস্ত কলকাতা যেন এক পলকে গ্রাম হয়ে গেল,
কোন দূর প্রান্তে বৃষ্টি হল কে জানে, তারই গন্ধ-মাতাল হাওয়া
আমাকে উড়িয়ে নিয়ে চলল, আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল
আমার শৈশবে।

রিম ঝিম বৃষ্টি পড়ছে, অন্ধকার গড়ের মাঠ পার হল,
দূরে রেডরোডের আলোগুলো চুপ করে দাঁড়িয়ে ভিজছে
মেঘের গুরু গুরু শব্দে আলোয় আলো চৌরঙ্গী
যাদুঘরের জানালায় মুখ রেখে এক বুক শস্যের স্বপ্ন দেখছিল।

নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি, পিচের রাস্তা বৃষ্টির জলে মুখধুয়ে প্রস্তুত
বান এসেছে, বান এসেছে, দাও কাগজের নৌকা ভাসিয়ে দাও
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কদম গাছে হঠাৎ বুঝি ফুল ফুটল
আর তারই গন্ধে বৃষ্টি-ভেজা অন্ধকার
হঠাৎ হাত বাড়িয়ে নিভিয়ে দিল হাজার হাজার বাতিকে।

আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম, কনডাক্টার গাড়ি থামাও, গাড়ি থামাও
আমি নামব, এখানেই নামব।

গাড়ি থামল না

পকেটমার

ইদানীং সব খোয়া যায়—আজ টাকা, কাল পয়সা
এমন কি কমদামী লেখার কলমটাও রেহাই পায় না।

বুঝি এ সেই অলৌকিক পকেটমারের হাত সাফাই
যে আশেপাশেই থাকে, অথচ দেখা যায় না—
হঠাৎ মোক্ষম মারে
বাসভর্তি লোকের সামনে বেইজ্জত করে
আড়ালে দাঁড়িয়ে হাসে।

কাল যা ছিল আজ তা নেই,
আজকের জিনিস কাল যে থাকবে
এমন কথা বলা কঠিন,
একটা নিরুপায় ক্রোধ রক্তের অণুতে অণুতে ছড়ায়
অথচ পকেট চেপে দাঁড়ানো ছাড়া করার কিছু নেই।

শুধু একটা আশা থাকে, একদিন তাকে পাবই
সেদিন সব হারানোর, সব খোয়ানোর দুঃখ উশুল হবে।

কিন্তু হায়, তখনই চমকে উঠে দেখতে হয়
আমার সে পকেটটাও কাটা গেছে, যেটা
হৃদপিণ্ডের ঠিক ওপরে।

নিয়তি

এক অন্ধকার থেকে আরেক অন্ধকারে ঠেলে দিয়ে
নিয়তি বলে ওঠে ঃ যা, হতভাগা ওই দিকে যা !

হুমড়ি খেয়ে পড়ার মুখে
একটা পেলব আর উষ্ণ লতায় জড়িয়ে যাই,
বাতাস কানের কাছে শব্দ করে ওঠে ঃ
যাসনে হতভাগা, যাসনে, সামনে অতলান্ত খাদ ।

সামনের টান তখন শরীরের অনুতে অনুতে
বুকের বন্ধ দরজায় তখন প্রবল হাতের ধাক্কা ঃ
দরজা খোলো, দরজা খুলে দাও
আমি এসে গেছি ।
সে মুহূর্তে
মধ্যরাতে অজ্ঞাত আততায়ীর চিৎকারে-জাগা গৃহস্থ আমি
খিলে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ঃ

খুলব ? নাঃ খুলব না ।

সবাই নয়

সবাই নয়,
এমন যাওয়া কেউ কেউ যায়।
প্রস্থানের পরেও
তাদের অঙ্গভঙ্গী, উত্তোলিত বাহু
উদ্যত তর্জনী
চোখের সামনে ভাসে, তবে
সবাইয়ের নয়, কারো কারো....

কারো কারো কথার শব্দ
মিলিয়ে গিয়েও যায় না,
স্তব্ধতার গভীরে ঢুকে
শূন্যতাকে, বাতাসকে, এই অস্তিত্বকে
অগ্নিময় করে তোলে, তবে
সবাই নয়, কেউ কেউ....

পার্ক স্ট্রিটের মূর্তি

পার্কস্ট্রিটের মোড়ে লাঠি হাতে
রাতদিন দাঁড়িয়ে থেকে
দেখে সে অনেক লোক ট্রামে বাসে
রিক্সায় পায়দলে
এদিকে সেদিকে ছোটে
কেউ কিছু এখানে থামবে না,
লাঠি হাতে থমকে থেমে
একশ বছরের বুড়ো
বিমূঢ় পথের মাঝে
রাতদিন ভেবে ভেবে সারা
সামনে পা ফেলবে কি ফেলবে না।

একশ বছরের বুড়ো,
বহু যুদ্ধে ঘা খাওয়া সৈনিক
ভাবছিল ফিরবে ঘরে
বাল বাচ্চা নাতি নাতনী নিয়ে
ফূর্তিতে কাটাবে দিন,
অথচ অচেনা সব
পথঘাট মানুষের মুখ—
একশ বছরের বুড়ো
ভাবতে ভাবতে তাই
পার্কস্ট্রিটের মোড়ে থেমে
দুঃখে ক্ষোভে
হঠাৎ পাথর হয়ে গেল।

আসুন, আসুন, উঃ কদ্দিন পরে দেখা বলুন তো !
তা এক যুগ তো হবেই। চলুন, ওই কোণের চেয়ারটায় বসি।
এদিকটায় বড্ড ভিড়।
এখন আর ভিড়টিড় ভালো লাগেনা, মশাই।
সত্যি, কি ভালো লাগে বলুন তো !
আমার তো মশাই কি যে হয়েছে, কিচ্ছু ভালো লাগেনা
না বাড়ি, না অফিস, এমনকি একা থাকতেও না।
আচ্ছা বলুন তো, কারো কি কিছু ভাল লাগছে ?
আমার তো বিশ্বাস হয়না।
যাকেই দেখি, মনে হয় প্রচণ্ড চটে আছে,
রাগী চোখ, মুখের দিকে এমনভাবে তাকায় যে ভয় করে
এখুনি বুঝি মেরে বসবে।

বলব কি মশাই, নিজের বৌ ছেলে মেয়ে—
ওদের দেখেও তো ভালো লাগা উচিত। অথচ কাণ্ড দেখুন,
ওরাও যেন মুখিয়ে আছে, মনে হয়,
বাগে পেলে তলোয়ার হাতে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

এসব দেখতে দেখতে আমারও মশাই মাথায় রক্ত চড়ছে
আমারও কিছু ভাল লাগছে না, চলতে ফিরতে সবসময়
একটা অস্বস্তির কাঁটা পায়ের তলায় বিঁধছে।

এই তো দেখুন, আপনার সঙ্গে দেখা হলো
আপনাকে নিয়ে চায়ের দোকানে এলুম,
অনেকদিন পর দেখা, আমার তো ভালো লাগা উচিত,
ভেবেও ছিলাম লাগবে,
অথচ বুকে হাত দিয়ে বলছি, লাগছে না।

ভাবছি, কি লাভ এই আমড়াগাছিতে !
আপনিও নিশ্চয় ভাবছেন ঃ ভ্যালা জ্বালায় পড়া গেছে,
পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে কতক্ষণ কাটাবে কে জানে !

এই মুহূর্তে আমারও ঠিক তাই মনে হচ্ছে
মনে হচ্ছে, এক্ষুনি যদি উঠে যেতে পারতাম
কিম্বা আপনাকে যদি বলতে পারতাম ঃ
এই বিরাট শহরে অনেকই তো রাস্তা আছে
এই পথে না এলেই কি আজ চলছিল না, আর
এলেনই যদি, ডাকটা না শুনেও তো চলে যেতে পারতেন !

এই মশাই এক মুশকিল ! কি ভালো লাগবে,কাকে ভাল লাগবে
কিছুই ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনা। আর তাই
রেগে যাচ্ছি, প্রচণ্ড রেগে যাচ্ছি। এই মুহূর্তে
হাতের পেয়ালাটা আছড়ে ফেলে দিয়ে
আপনাকে যদি সটান একটি চড় কসিয়ে উঠে যাই,
খুব অবাক হবেন কি ?

অবশেষে

অবশেষে আর কিছুই যে থাকবে না
শূণ্য নদীর তীরে সে অন্যমনা
    দেখবে প্রাচীন নদীজলে ভাঙে ঢেউ,
তারপর শেষ আলোও যে যাবে ডুবে
বিষণ্ণ তারা উঠবে যে চুপে চুপে
    তবুও তো তাকে ঘরে ডাকবে না কেউ।

ক্রমে ঘনতর হবে তার কালো ছায়া
রাত্রি গড়াবে তবু উঠবে না, মায়া,
    তাকে মনে হবে গভীর অন্ধকার,
তার পদতলে প্রাচীন নদীর জল
কান পেতে রবে, তবু তার চঞ্চল
    ঢেউয়ে বাজবে না হৃদয়ের হাহাকার।

তোমার মুখ

তোমার মুখের উপমা এখনো খুঁজি,
যে মুখ দুপুর রৌদ্রে বিছায় ছায়া
যদিও দেখিনি, তবু মনে মনে বুঝি
সে মুখের পটে আকাশের নীল মায়া
জমিয়ে রেখেছে অনেক যুগের পুঁজি।

শুনেছি সে মুখ প্রতিটি রেখায় তার
কবর দিয়েছে বুকের যন্ত্রণাকে,
কি কঠিন পণে আজো সেই মুখটার
আলো এ প্রতিটি দিনের চূড়ায় থাকে,
তাই শেষ নেই এ বাঁচার চেষ্টার ।।

সে মুখ কোথায়—খুঁজেছি পাহাড় বন
রাতের ছায়ায়, দিনের কর্মস্রোতে
কথায় কথায় ছুঁয়েছি লক্ষ মন,
সে আলো কখনো নেভেনি দু'চোখ হতে,
গানে ও কথায় ভুলিনি উচ্চারণ।

প্রতিটি দিনের চূড়ায় একটা মুখ,
প্রতিটি কাজের প্রেরণা তাকেই ঘিরে
প্রতি রাত্রি তাকে চেয়ে উৎসুক
প্রতিটি কথায় সেই আসে ফিরে ফিরে—

তাকে চাই, তাই পাথরে বেঁধেছি বুক।

শেষ সাক্ষাৎ

দু'জনে হাত ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে

ছায়াচ্ছন্ন পথের ওপরে ক্রমশ কমে আসে লোক
মাঝে মাঝে দু'একটি ক্লান্ত গাড়ি
অন্যমনস্ক ওদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায় দ্রুতবেগে।

অনেক তো বলার ছিল, অনেক কথা, যা বলা যায়নি
এত দীর্ঘ দিনেও যা অনুচ্চারিত
আজ, এ সময়েও তা বলবার ভাষা
খুঁজে পাওয়া যায় না।

অবশেষে রাত্রির সেই শেষ গাড়িটি আসে
চকিত মেয়েটি বলে, যাই,
কলকাতার আকাশ নিবিড় ধোঁয়ায় অন্ধকার
হাওয়াও আগ্রহে স্তব্ধ

ছেলেটি বলুক, অন্তত এখন বলুক,
না, যেয়ো না।

বিহ্বল নায়ক হাত ছেড়ে দেয়।

একদিন সবই

সবই একদিন ভুলে যাব, মনে থাকবে না
এই পরিচিতদের, সঙ্গী ও বান্ধবদের,
যেমন আরো অনেককেই হারিয়ে ফেলেছি
বিস্মৃতির অন্ধকারে।

কিন্তু মাঝেমাঝেই বাংলার আকাশভরে জ্যৈষ্ঠ আসবে
হাওয়ায় উড়বে ধুলো, ঝরাপাতা, আর
বৈকালের আকাশে ক্বচিৎ কালো মেঘের ছলনা।
তখন হয়ত হঠাৎ মনে পড়বে একটি ব্যাকুল কণ্ঠস্বর
তুটি অশ্রুনত চোখ, আর আমি তু'হাতে মুখ ঢাকব !

আজ সকাল থেকে

সকাল থেকে বর্ষার সজল হাওয়ায় মেঘ উড়ছে
দূরে ঝাপসা ধোঁয়ার মত বৃষ্টি, আর
ভেজা মাটির বেদনাদায়ক গন্ধ।
আমার ভাল লাগছে না,
আমার আজ ভাল লাগছে না, আমার
আর ভাল লাগছে না, যেন এক যন্ত্রণা
এই পঙ্গু মুহূর্তগুলির চূড়ায় বসে
অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে
আমাকে বার বার আঘাত করছে.
আমাকে বার বার হত্যা করছে।

হাওয়ায় জলের গন্ধ, আর একটা হাহাকার,
একটা নিষিদ্ধ স্মৃতি
যা ভুলতে চাই, অথচ পারিনা।

আমার পড়শীরা

আমার পড়শীরা সব বোবা, হায় পড়শীরা আমার !

সকাল আটটা তিরিশের গাড়ি ওদের নিয়ে যায়
ফিরিয়ে দেয় সন্ধ্যার সাতটা পাঁচ,
ওরা যায় আর আসে, আসে আর যায়
কথা বলে না
হায় আমার পড়শী, আমার পড়শীরা ।

বাজারে আলুর দামে আগুন লেগেছে,
চাল ডাল পটল ঝিঙে পুঁইশাক আর কুমড়ো
হাতে নিলেই ছ্যাঁকা লাগে,
যন্ত্রণায় ওদের মুখের পেশী ভেঙে দুমড়ে যায়
ওরা কথা বলে না,
হায় আমার পড়শী, আমার পড়শীরা ।

শূন্য থলির অন্ধকার ওদের চোখে,
ওরা সামনেও যেতে পারে না, পেছোতেও নয়,
অদৃশ্য এক বন্দুকবাজের সামনে বুক পেতে
একটা কিছু বলার চেষ্টায় ওদের ঠোঁটগুলি শুধু নড়ে,
কথা ফোটেনা,
হায় আমার পড়শী, আমার পড়শীরা !

শীতের সকালে

শীতের সকালে কটি মেয়ে হেঁটে যায়
ওড়ে উদ্দাম আঁচল অসম্বদ্ধ,
হালকা কুয়াশা গাছের মাথায় জমা
ভেজা ঘাসে বাজে চপল পায়ের শব্দ।

সকাল অথচ সূর্যের আলো রেখা
নামেনি এ রাজপথের উপরে তখনো
খণ্ড মেঘের মাথায় কেবল তার
চূর্ণ সোনার আলতো প্রলেপ মাখানো।

উত্তুরে হাওয়া মাঝে মাঝে ছুটে আসে
বিবর্ণ পাতা ডাল থেকে খসে যায়,
দৃক্‌পাতহীন আনন্দে এই পথে
শীতের সকালে কটি মেয়ে হেঁটে যায়।

তিন তাসের খেলা

তিন তাস হাতে চারজন বসে
মুখে কথা নেই কারো
রাত্রি গড়িয়ে গড়িয়ে এখন
দেয়াল ঘড়িতে বারো।

ঠোঁটের কোনায় জ্বলে সিগারেট
চোখের দৃষ্টি স্থির
বুঝি বা এখনই ঠিক হয়ে যাবে
বাদশা কে পৃথিবীর।

অথচ সবাই নিশ্চিত জানে
একজনই এই রাতে
নির্বাক এই যুদ্ধে জিতবে
অন্যরা শুধু হাতে

ফিরে যাবে, কেউ এই ভাগ্যকে
মেনে নিতে নয় রাজি,
তিনখানা তাসে ধরে থাকে তাই
চারটে হৃদয় বাজি।

বসন্তের পাখি

একদিন উড়ে এল গোটা কত বসন্তের পাখি
কোন এক শীতের রাজত্বে
দেখল তারা
আদিগন্ত নিরুৎসুক মাটি
ধুলোয় ডুবিয়ে মুখ
একান্ত নিশ্চিন্তে পড়ে আছে।

ওরা ফিরে গেল

বহুদিন পরে ওরা এল
সে দিন আকাশ ভরা আলোর উৎসব
দেখল ওরা
একদল ক্লান্ত ম্লান মানুষের দেহ
মাথা নিচু করে পথ হাঁটে

ওরা ফিরে গেল।

মুহূর্তের রণক্ষেত্র

মুহূর্তের রণক্ষেত্রে সহসা প্রস্তুত সেনাদল
যে আসে সৈনিক সেই
ইঁট ছোঁড়ে, বাল্‌ব ভাঙ্গে,
আছড়ে ফেলে চেয়ার টেবিল, উচ্ছৃঙ্খল
আবেগের ঢেউয়ে ক্ষুদ্র শেয়ালদ স্টেশন
মুহূর্তে উড়িয়ে দেয়,
পদভরে কলকাতা টলমল।

অতঃপর শান্ত সব
উচ্ছ্বাসের মগ্ন তটভূমি
ক্রমে জাগে, দীপ্র দীপ্ত যৌবন বৈভব
পড়ে থাকে পথ জুড়ে,
টুকরো ইঁট, স্যাণ্ডেল একপাটি কিংবা কিছু লাল
রক্তের সিন্দুর বিন্দু, ছেঁড়া জামা,
আর কিছু দূরে
হাসপাতালে কটা ছেলে
স্বপ্নে গাঁথে আকাশ পাতাল :
আবার জোয়ার কবে হানা দেবে
বিবর্ণ এ দিনের দুপুরে !

অভিমন্যু

আমি প্ররোচনা চাই নি,
অথচ সবাই চায়
কুরুক্ষেত্রে ভগ্ন রথচক্র নিয়ে আমি
অন্তত একবার ছুটে যাই,
অন্তত একবারো বলি, জহ্লাদ, নামাও হাত !
এই যুদ্ধে আমিও শরিক !

আমি প্ররোচনা চাই নি

চেয়েছি ফুল ফুটুক, চেয়েছি সন্ধ্যায় তারা উঠলে
জনবিরল পথে
প্রেমিকার হাত ধরে প্রেমিক হেঁটে যাক, আর
শিশুর কলধ্বনিতে চমকে উঠে
আকাশ আরো নীল হয়ে, আরো কোমল হয়ে
মাটিকে চুমু খাওয়ার লোভে
উপুড় হয়ে পড়ুক।

না, আমি প্ররোচনা চাই নি
যুদ্ধও না।

অথচ

তোমরা ষড়যন্ত্র করে আমার অনিচ্ছুক হাতে
তরবারি গুঁজে দিলে,
আর তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে বার বার বিদ্ধ করলে
আমার সারল্যকে, আমার পৌরুষকে।

বিশ্বাস করো আমি এ চাইনি।
আমি চেয়েছি এই বসন্তে ফুলের কোরকগুলি
আকাশ কাঁপানো শব্দে বিস্ফোরিত হোক।

আজকাল

আজকাল কলকাতাও ভয়াবহ।

মনে হয় সুন্দরবনের
গভীর অরণ্যে এসে গেছি।

পরিচিত মুখগুলি
মাংসাশী বাঘের মত ফেরে।

এখন সামনে শুধু দুটো পথ খোলা
মারতে হবে
অথবা মরতে হবে।

অথচ আমি যে
মরতে বা মারতে চাই না,
বাঁচতে চাই

এখানে, কলকাতায়।

লোকটা

লোকটাকে দ্যাখো, পাহাড়ে উঠতে খাদে পড়ে গেছে

ওর চোখ ছিল অনেক উঁচুতে
বরফের মুকুট মাথায় যেখানে অভ্রংলিহ চূড়া
সূর্যের সাতরঙ মেখে দাঁড়িয়ে,
ওর চোখ ছিল সেখানে যেখানে উঠে দাঁড়ালে
মনে হবে হাত বাড়ালেই স্বর্গ।

ওখানে পৌঁছতে দম চাই।
ও জানত হাওয়া হাল্কা হতে হতে
বুকের খাঁচাটা একসময় ফাটাতে চাইবে,
ও জানত পায়ের নিচে আলগা পাথর
ওকে এমনভাবে টেনে নামাতে উৎসুক
যখন বন্ধুর হাতও ওকে বাঁচাতে পারবে না।

ও রওনা দিয়েছিল,

ওর চোখে তখন
রোদের সাতরঙ মাখা অভ্রংলিহ চূড়ার স্বপ্ন।
হায়, বিশ্বাসঘাতক পা কখন বেসামাল হয়ে
অপ্রতিরোধ্য বেগে ওকে টেনে নামাল
ও জানেই না!

ওর বিস্ফারিত চোখে এখনো চূড়ার স্বপ্ন!

একবার বিদায় দাও

একবার বিদায় দাও সমস্ত পৃথিবী ঘুরে আসি
খুঁজে আসি উৎসমুখ অন্তহীন এই যন্ত্রণার
পায়ে পায়ে মেপে দেখি এ পৃথিবী, যার তীক্ষ্ণ বাঁশী
কাঁটায় ভরিয়ে পথ আমাকে ডেকেছে বারবার।

একবার বিদায় দাও, এ দুঃখের মুখ দেখে আসি।